Revised edition, 2019

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

*Aisha ﷺ : The Wife, the Companion, the Scholar*-এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

# আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী, সঙ্গিনী, ফকীহ


**রাশীদ হাইলামায**

ইংরেজি অনুবাদ | **তুবা ওযের গুরবুয**

বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

◆

সম্পাদনা

**মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর**

খলীফা, হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.
মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর



MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ





জীবন ও কর্ম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

**মাকতাবাতুল ফুরকান** কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯



গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৪ - ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।



দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত
দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় প্রকাশ : জিলহজ ১৪৪০ / সেপ্টেম্বর ২০১৯
প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় প্রকাশ : রজব ১৪৩৮ / এপ্রিল ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৩৭ / নভেম্বর ২০১৫
প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান, আব্দুল কাদের
ISBN : 978-984-91176-6-7

**মূল্য : ৳ ৪০০.০০ (পেপারব্যাক); ৳ ৪৬০.০০ (হার্ডকভার)**

Price : USD 14.99

**অনলাইন পরিবেশক**
www.wafilife.com; www.rokomari.com
www.kitabghor.com; www.boi-kendro.com

# প্রকাশকের কথা

ড. রাশীদ হাইলামায। তুরস্কের একজন ইসলামী গবেষক এবং সীরাত লেখক। ইতিমধ্যে আমরা তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছি; *খাদিজা রা. : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি*, প্রকাশকাল ২০১৫, ঢাকা। গ্রন্থটি উলামায়ে কেরামসহ সব শ্রেণির পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এ সুবাদে বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা. (রাসূল সা.-এর স্ত্রী, সঙ্গিনী, ফকীহ)*—ড. রাশীদ হাইলামাযের আরেকটি অনবদ্য কীর্তি (*Hazreti Aişe (ra.) Mü'minlerin En Mümtaz Annesi*, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯, তুরস্ক)। ২০১৪ সালে আমেরিকার নিউ জার্সির 'তুগরা বুকস পাবলিকেশন' গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে (*Aisha : The Wife, the Companion, the Scholar*)।

মূল গ্রন্থটি তার্কিশ ভাষায় লেখা। ভাষা না বুঝলেও সেটি দেখার তাওফীক হয়েছে। এদেশে শিক্ষকতায় নিযুক্ত একজন তূর্কী ভাই বইটির বিভিন্ন অংশ আমাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শুনিয়েছেন। এতে আমার মনে হয়েছে, ইংরেজি সংস্করণে অনুবাদক মূল লেখকের বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গি অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছেন। বাংলা অনুবাদেও একই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে পাঠক মূল লেখকের কুরআন ও হাদীসের উপর বিশেষ প্রজ্ঞা, শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি ইসলামের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। বাংলা ভাষায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন ও কর্মের উপর এটিই একমাত্র রচনা নয়। তবে রশীদ হাইলামাযের জীবনের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, সত্য উদঘাটনে পৌনঃপুনিক গবেষণা এবং তার সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি সারা বিশ্বের ইসলামী প্রকাশনায় বিরল। এ গবেষণালব্ধ গ্রন্থের শুরুতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্মবৃত্তান্ত কিংবা শেষে তার মৃত্যুর কথা আলাদা কোনো পরিচ্ছদে লেখা হয়নি। 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের সময় বয়স কত ছিল'—এ অধ্যায়ে তার জন্ম এবং মৃত্যু সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।



ইসলামের ইতিহাসে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার যোগ্যতা, মর্যাদা এবং অবস্থান এত ব্যাপ্তিময় যে, তার আবির্ভাব না হলে শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞানই অজানা থেকে যেত। রাসূলের সহধর্মিণী হিসেবে এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি গভীর জ্ঞান, অপূর্ব ধীশক্তি, ইবাদত-বন্দেগী এবং অনুপুঙ্খভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের অনুসরণ তাকে গৌরবের আরও সুমহান উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। প্রতিটি নারী-পুরুষেরই তার জীবন সম্পর্কে জানা খুব প্রয়োজন। তাকে অনুসরণ এবং অনুকরণ করে জীবনকে একইভাবে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি নতুন করে দ্বীনের প্রতি উজ্জীবিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি আলেম নই। তবে আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এদেশের অন্যতম ইসলামী ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফীক দিয়েছেন। এ উসিলায় অন্তরে সামান্য যে দ্বীনী অনুভূতি তৈরি হয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই এ দুরূহ কাজ করার চেষ্টা করেছি। প্রফেসর হযরতের বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর সাহেব অনুগ্রহ করে এটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে পরিপূর্ণভাবে জাযায়ে খায়ের দিন।

আমরা গ্রন্থটি সার্বিকভাবে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

**মুহাম্মাদ আদম আলী**
প্রকাশক ও অনুবাদক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
২৫ নভেম্বর ২০১৫

# সূচিপত্র

**ভূমিকা** ১০

প্রথম অধ্যায়
**মক্কার জীবন এবং হিজরত**

বিবাহার্থ বাগদান ১৪
মক্কার স্মৃতি ১৫
বিয়ের প্রস্তাব ১৬
প্রথম প্রস্তাব ১৭
দ্বিতীয় প্রস্তাব ১৮
উম্মে রুমানের প্রতি উপদেশ ১৯
পবিত্র হিজরত ২০
হিজরতের প্রথম বছর ২৪
মদীনার সংক্রামক ব্যাধি ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
**সুখ-শান্তির বাড়ি**

বিয়ে ৩০
আবু বকর রা.-এর আচরণ ৩৪
আয়েশা রা.-এর ঘরের বাস্তব অবস্থা ৩৫
কঠোর সাধনা ৪৪
মহিলা প্রতিনিধি ৪৭
রাসূলের প্রতি আয়েশা রা.-এর ভালোবাসা ৬১
আয়েশা রা.-এর প্রতি রাসূলের ভালোবাসা ৭০
রাসূল সা.-এর ভালোবাসার প্রকৃত কারণ ৭৮
দাম্পত্যজীবন ৮৩
আনন্দ-উৎসব ৯৩
প্রতিযোগিতা ৯৫



উপনামের প্রস্তাব ৯৭
সূক্ষ্মদর্শিতা ৯৯
ইবাদত-বন্দেগী ১০০
সংযম ও বিনয় ১০৬
পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা ১১৯
ইসলামের বাণী-বাহক এবং পথপ্রদর্শক ১২২
রণক্ষেত্রে আয়েশা রা.-এর ভূমিকা ১২৩
তায়াম্মুমের আয়াত নাযিলের ঘটনা ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়
**আয়েশা রা.-এর নিষ্কলুষ চরিত্র**

অপবাদের ঘটনা ১৩০
আয়েশা রা.-এর অসুস্থতা ১৩৬
সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্বাস ১৩৯
সুসংবাদ ১৪৩
সতীনদের সাথে সম্পর্ক ১৫১
খাদিজা রা. ১৫২
রাসূল সা.-এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ১৫৬
আয়েশা রা.-এর মর্যাদা ১৫৮
তাহরিমের ঘটনা ১৭২
আয়েশা রা. এবং ফাতিমা রা. ১৭৫
রাসূল সা.-এর অন্তিম সময়ে আয়েশা রা.-এর ভূমিকা ১৭৯

চতুর্থ অধ্যায়
**রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর**

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং মুআবিয়া রা. ১৯০
আবু বকর রা.-এর খেলাফতকাল ১৯২
উমর রা.-এর খেলাফতকাল ১৯৭
উসমান রা.-এর খেলাফতকাল ২০৩
আলী রা.-এর খেলাফতকাল ২১১
উটের যুদ্ধ ২১৪
মুয়াবিয়া রা.-এর খেলাফতকাল ২২৭

পঞ্চম অধ্যায়

## আয়েশা রা.-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা


| | |
|---|---|
| সবার জন্য জ্ঞানের উৎস | ২৩৪ |
| আয়েশা রা.-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি | ২৪০ |
| কুরআনের তাফসীর | ২৪৩ |
| হাদীস | ২৪৮ |
| ইলমে ফিকহ | ২৫৪ |
| ইলমে কিয়াস | ২৫৮ |
| সাহিত্য | ২৬০ |
| বক্তৃতা ও কাব্যপ্রীতি | ২৬৪ |
| চিকিৎসাবিদ্যা | ২৭০ |
| শিষ্যবৃন্দ | ২৭৩ |
| উরওয়া ইবনে যুবায়ের | ২৭৬ |
| কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ | ২৮০ |
| উমরা বিনতে আব্দুর রহমান | ২৮২ |
| মুয়াযা আল-আদাবিয়্যা | ২৮৫ |
| আয়েশা রা.-এর বিয়ের সময় বয়স কত ছিল | ২৮৭ |
| আলী রা. এবং আয়েশা রা. | ২৯৮ |




# ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। প্রথমজন নবুওয়তের আগে পনেরো বছর ধরে মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কাজে স্ম্রাজ্ঞীর মতো সহযোগিতা করেছেন, আর দ্বিতীয়জন মদীনার জীবনে এবং পরবর্তীতে একই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সময়োপযোগী সঙ্গী দান করেছিলেন; মক্কায় যেখানে ঈমান, আত্ম-ত্যাগ ও সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, তিনি তাকে দিয়েছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে; আর মদীনায় যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তির প্রয়োজন ছিল, তিনি তাকে দান করেছিলেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে।

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মক্কার একজন প্রভাবশালিনী নারী। সবচেয়ে কঠিন সময়ে যখন রাসূলের উপর নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল এবং দুঃসহ ভোগান্তির দিনগুলোতে যখন একের পর এক সমস্যা ও প্রতিকূলতা তাকে আক্রান্ত করেছিল, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবশ্বিাস্য সহযোগিতা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান করা শুরু করলে তিনি সম্পদ ও মনোবল দিয়ে তাকে সার্বক্ষণিক সাহায্য করেছেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন প্রথম মুসলমান, সবচেয়ে কঠিন সময়ে তিনি রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলেন যা রাসূলের জন্য খুব প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অবস্থান ছিল ভিন্ন। মদীনায় হিজরতের পরপর ইসলামের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল বেশি। এসময় তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত সহযোগী, নিবেদিত প্রাণ। উজ্জ্বল মানসিকতা, জিজ্ঞাসু অন্তঃকরণ এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার জন্য রাসূলের পরিবারে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে অতুলনীয় মেধা দিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসু। তিনি যা শুনতেন, তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি সবকিছু কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতেন। তার চোখ-কান সব সময় ওহীর প্রতীক্ষায় থাকত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সেতুবন্ধন ছিলেন তিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ছিলেন ওহীর ধারক-বাহক। এ কারণে তার শিষ্যরাও নবুওয়াতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়নি। বিভিন্ন দিক থেকে আগত পথিকদের যেমন কোথাও সাক্ষাৎ ঘটে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে চার খলীফার বেলায়ও তিনি তা-ই ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সালিশ নিষ্পত্তিকারীর মতো। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো ভুল হলে, তিনি ছিলেন সম্মানিত সংশোধক। ইসলামের সহজ-সরল পথে তিনি ছিলেন সঠিক জ্ঞান দানকারিণী এবং ধৈর্যশীলা।

যখনই তিনি কোথাও যেতেন, সে জায়গা জীবন্ত হয়ে উঠত। আর যারা তার কাছে আসতেন, তারা ওহীর ঘ্রাণ পেতেন এবং আবেগাপ্লুত হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতেন। মনে হত, তারা এইমাত্র স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে ফিরছেন! সাধারণত এমন কোনো প্রশ্নকারী তার কাছে আসেনি যে উত্তর না নিয়ে ফিরে গেছে। তিনি প্রতিটি বিষয়ে কুরআন দিয়ে আলোচনা শেষ করতেন এবং সমস্যা সমাধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের দলীল পেশ করতেন। জটিল কোনো বিষয় উপস্থাপিত হলে তিনি তার মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিপ্রেক্ষিতে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মত দিতেন।



আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সকল ঈমানদারদের মা, উম্মুল মুমিনীন। পরিবার ও মহিলাদের গোপনীয় অনেক তথ্য ও মাসআলা তার মাধ্যমেই মুসলমানদের জানার সুযোগ হয়েছে। ধর্মীয় প্রয়োজনেই তিনি সেগুলো বর্ণনা করেছেন। তার আবির্ভাব না হলে এসব বিষয় মুসলমানদের পক্ষে কখনো জানা সম্ভব হত না। নির্জন ঘরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনভাবে সব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছেন যেন তিনি ডুবন্ত মানুষকে বাঁচানোর জন্য লাইফবয় (Lifebuoy, পানিতে ধরে ভেসে থাকার জন্য গোলাকার চাকা বা ভেলাবিশেষ) ছুঁড়ে মারছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সচেতন মানুষকে ইসলামের সহজ-সরল পথে আহবান করতেন। আমরা আশা করি, আপনার হাতে এই বইটি আপনাকে নেক আমলে উৎসাহিত করবে।

**ড. রশীদ হাইলামায**
এপ্রিল ২০০৯, ইস্তাম্বুল

# প্রথম অধ্যায়

## মক্কার জীবন এবং হিজরত

## বিবাহার্থ বাগদান

একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। মুতঈম ইবনে আদী[১] ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তার ছেলে যুবায়েরের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মুতঈম ইবনে আদী বংশপরিক্রমা বিদ্যায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো পারদর্শী ছিলেন। এজন্যই তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে চেয়েছিলেন। তখন মক্কা খুব ছোট শহর ছিল। সবাই একে অন্যকে খুব ভালোভাবেই চিনত। এ কারণে মুতঈম ইবনে আদী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভবিষ্যৎ—বিশেষ করে তার স্বভাব-প্রকৃতি, আচরণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি এ রকমই একজন সম্ভাব্য বুদ্ধিমতী, সম্মানিতা এবং পবিত্র মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন। ঐ দিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবকে অস্বীকার করেননি। তখনকার সমাজে প্রস্তাব অস্বীকার না করলেই বাগদান হয়ে যেত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি তার কথাকে অলিখিত চুক্তি মনে করতেন, এ অনুরোধের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাক, দিন যতই গড়াতে লাগল, দুই পরিবারের মধ্যে ততই উদ্বেগ বাড়তে লাগল। ধর্মীয় দূরত্বের কারণে এ বিয়ের ব্যাপারে মুতঈম ইবনে আদীর পরিবারের আগ্রহ কমতে থাকে। তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়।

---

[১] মুতঈম ইবনে আদী বনু নাওফল গোত্রের নেতা ছিলেন। তায়েফ থেকে ফেরার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। একইভাবে তিনি তিন বছর ব্যাপী বয়কট সমাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বদরযুদ্ধে মক্কার কুরাইশরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'যদি মুতইম ইবনে আদী জীবিত থাকতেন এবং এসব শিরকের দুর্গন্ধময় ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতেন, তা হলে আমি তাদের মুক্ত করে দিতাম।'

একসময় সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিল। ইসলামের পট পরিবর্তন হতে দেখে মুতঈম ইবনে আদীর পরিবার দ্বিধায় পড়ে যায়। যখন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হেরা গুহায় ওহী নাযিল হয়েছিল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার ইসলাম ধর্ম কবুল করেছিলেন। শুরুর দিকে মুসলমানরা গোপনে দারুল আরকাম থেকে ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করে। তারপর একসময় এ প্রচারকার্য আর গোপন ছিল না। দাওয়াত এবং আমল প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল। আর এ কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবী হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পরিবারের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। এ পরিস্থিতিতে একসময় যদিও আদীর পরিবার তাদের ছেলের পাত্রীর জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল, তারা এখন আবু বকরের পরিবারে যাওয়াই বন্ধ করে দিল। তারা দূর থেকে মুসলমান হওয়ার কারণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুঃখ-দুর্দশা দেখতে লাগল।

## মক্কার স্মৃতি

জীবন থেমে থাকে না। এগিয়ে চলে। প্রতিদিন সকালেই নতুন নতুন মুসলমানের আগমনে মক্কায় নূর চমকাচ্ছিল। আর প্রতি রাতেই মুসলমানদের উপর অমানবিক অত্যাচারে মক্কার জীবনে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হচ্ছিল।

কষ্ট এবং আনন্দ একসাথে উপলব্ধি করেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যেন তিনি তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন। স্বভাবগত আগ্রহের কারণে প্রতিটি ঘটনা, ঘটনার গতিবিধি ফটোগ্রাফের মতোই তার অন্তরে গেঁথে যেত। তিনি জানতেন কোথায় কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে, কে কখন মুসলমান হয়েছে বা হচ্ছে। অনেক বছর পর, একদিন এক লোক ইরাক থেকে মদীনায় এসে মক্কার জীবনের কথা জানতে চাইল। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেই সময়ের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।



মক্কায় অবস্থানকালীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন ছিল খুবই হৃদয়বিদারক, যা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তাদের জীবনের একমাত্র উজ্জ্বল দিক ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তাদের বাড়িতে প্রতিদিন আসতেন এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। এ ঘটনা স্মরণ হলেই আনন্দে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'জন্মের পর থেকেই আমি আমার পিতা-মাতাকে একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবেই দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন, হয় সকালে না হয় সন্ধ্যায়, আমাদের বাড়িতে আসতেন।'[২]

## বিয়ের প্রস্তাব

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর কিছু দিন পার হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই তিন মেয়েকে নিয়ে বসবাস করছেন। উসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তিনি খুব আদবের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি বিয়ে করতে চান?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স তখন পঞ্চাশ। তার মেয়েদের মতো তিনিও খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুতে বিমর্ষ। তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, কিন্তু কাকে?'

খাওলা প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে আরেকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বিধবা বিয়ে করতে চান, না কুমারী? খাওলার কথার ধরনেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি এমন একজন মহিলা যিনি দুধরনের পাত্রীরই সন্ধান দিতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়টার ব্যাপারে জানতে চাইলেন।

খাওলা জবাব দিলেন, 'আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আয়েশা।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬/১৯৮; বাইহাকী, *সুনান*, ৬/২০৪।

সাল্লাম বিধবা পাত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। খাওলা বিধবা পাত্রী হিসেবে সাওদা বিনতে যাম'আর কথা বললেন। সাওদা ছিলেন প্রথম সারির মুসলমান। মক্কার কঠিন দিনগুলোতে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তার স্বামী সাকরান ইবনে আমর দুঃখজনকভাবে ইন্তেকাল করেন। তারপর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। দুটো প্রস্তাবই সম্ভাবনার পর্যায়ে ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই জায়গায়ই খোঁজখবর নিতে বললেন।

## প্রথম প্রস্তাব

খাওলার মন খুশিতে ভরে উঠল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কষ্ট লাঘবে তিনি খুব আশাবাদী হয়ে উঠলেন। সাওদা বিনতে যাম'আ ছিলেন প্রাপ্তবয়স্কা এবং বুদ্ধিমতী মহিলা। যদিও তিনি তখনো মৃত স্বামীর জন্য ব্যথাতুর ছিলেন, কিন্তু এ প্রস্তাবে তার সে বিয়োগব্যথা মুছে গেল। সাওদার পিতা বেঁচে ছিলেন। তিনি তার অনুমতি নিতে চাইলেন। এ দায়িত্বও খাওলার উপর পড়ল।

অবশেষে খাওলা সাওদার বৃদ্ধ পিতার কাছে গেলেন। তাকে আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। যখন বৃদ্ধ বাবা মুহাম্মাদের নাম শুনল, তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বলে উঠলেন, 'এ তো খুব ভালো ও মানানসই সম্বন্ধ। তোমার বান্ধবী এ ব্যাপারে কী বলে?' খাওলা দ্রুত জবাব দিলেন, 'সাওদাও এ প্রস্তাব পছন্দ করেছে।'

পরবর্তীতে সাওদা দেখেছেন যে, তার কিছু আত্মীয়-স্বজন এ বিয়েতে অমত পোষণ করেছেন। তার আপন ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ[৩] এ খবর শুনে তার পিতার বিরোধিতা করেছেন। তার এক চাচাও এ বিয়ের পক্ষে ছিলেন না। সেই চাচা কবিতার ছন্দে বিয়ের বিরোধিতা করেছেন।

[৩] পরবর্তী কালে আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এ কাজের জন্য অনুতাপ করতেন।



## দ্বিতীয় প্রস্তাব

তারপর খাওলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে গেলেন এবং তার স্ত্রী উম্মে রুমানের সাথে দেখা করলেন। তাকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আপনার মেয়ের সাথে তার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন।' এ কথা শুনে উম্মে রুমান খুশিতে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু এ আনন্দের মধ্যেই তার অতীতের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। এতে মনে ভয় দানা বেধে উঠল। অনেক আগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এ মেয়ের ব্যাপারে মুতঈম ইবনে আদীকে ওয়াদা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল। এজন্য তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য অপেক্ষা করতে বললেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাসায় এলে খাওলা তাকে একই সংবাদ দিলেন। তিনি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী ছিলেন। তবে তার মনে একটি সন্দেহ ছিল। ইসলামের পূর্ব যুগে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেওয়াকে বৈধ মনে করা হতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বললেন যে, ইসলামে একজন আরেকজনের দ্বীনি ভাই। এ রকম ভাইদের সন্তানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো অসুবিধা নেই। এ কথা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এত খুশি হলেন যে, তার চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হলো। কিন্তু তিনি অন্য সমস্যাটির কথাও ভুলে যাননি।

তিনি মুতঈম ইবনে আদীর বাড়িতে গেলেন। তার সাথে কৃত ওয়াদার সুরাহা করতে না পারলে কষ্টের সীমা থাকবে না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেমন আশা করেছিলেন, তা-ই হলো। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা অতীতের বাগদানের ব্যাপারে আর আগ্রহী ছিলেন না। খাওলা এবং উম্মে রুমান এ খবর পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খাওলাকে বললেন, 'এখন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আসতে পার।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ হয়ে গেল। এটা ছিল নবুওতের দশম বছর, শাওয়াল মাস। বিয়ের মোহরানা ছিল চার শত দিরহাম।[৪] ঐ দিন থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নতুন জীবন শুরু হলো। আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দার স্ত্রী হতে পেরে তিনি সকল যুবতী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন পরম খুশি। অন্যদিকে উম্মুল মুমিনীন[৫] হিসেবে তার উপর অল্প বয়সে বিশাল দায়িত্ব চেপে বসে। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার সান্নিধ্যে থেকে তিনি এলমের এমন উচ্চ মার্গে পৌঁছেছিলেন, যা অন্য কারও ভাগ্যে জোটেনি।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বিয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি যেভাবে ওহী নাযিল হওয়ার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতেন, এখন তাতে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করলেন। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি ক্ষণ ফটোগ্রাফের মতো অবিকল অন্তরে ধারণ করা শুরু করলেন।

## উম্মে রুমানের প্রতি উপদেশ

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মা উম্মে রুমানের দায়িত্ব বেড়ে গেল। তার মেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী হতে যাচ্ছে। তিনি মেয়ের শিশুসুলভ আচরণের ব্যাপারে খুব সচেতন হয়ে উঠলেন। যখন তিনি কোনো আচরণ অপছন্দ করতেন, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে শাসন করতেন। কখনো একটু বেশি কড়াভাবে শাসন করতেন। একদিন এ রকম একটি ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এলেন। ঘরের ভাবগম্ভীর পরিবেশ দেখে তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন। উম্মে রুমান এতে বিব্রত হলেন। কিন্তু মেয়ের সাথে যা হয়েছে, তিনি তার পুরো ঘটনাই রাসূলকে খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে রুমানের দিকে ফিরে বললেন, 'হে উম্মে রুমান! অনুগ্রহ করে আমার স্বার্থে আয়েশার সাথে উত্তম আচরণ করুন এবং তার চাওয়া-পাওয়ার দিকে লক্ষ রাখুন।'[৬]

---

[৪] নাসাঈ, *নিকাহ*, ৬৬ (৩৩৫০); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬/৪২৭ (২৭৪৪৮)।

[৫] কুরআন মাজীদে সূরা আহযাব (৩৩:৬)-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে 'ঈমানদারদের মা' বলা হয়েছে।

[৬] হাকীম, *মুসতাদারক*, ৪:৬ (৬৭১৬)।



# পবিত্র হিজরত

বিয়ের পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পিতৃগৃহেই ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের অন্যান্য গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন। তিনি উন্মুক্ত মনের অধিকারী ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করতেন যারা ইসলাম কবুল করবে। এ কারণে তিনি তায়েফ গেলেন এবং খুবই দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর এমন কিছু ঘটল যাতে তিনি দুঃখ-বেদনা সব ভুলে গেলেন।

এ দুঃসময়ে তিনি মেরাজ প্রাপ্ত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা থেকে জেরুযালেমে আল-আকসা মসজিদে রাতের একটি ক্ষণে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেন এবং একই রাতে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। যখন মক্কার কাফেররা এ মেরাজের ঘটনা শুনল, তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য এটাকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। কিন্তু এ ঘটনা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিল; বিশ্বাসীদের আরও দৃঢ় ঈমানের দিকে উন্নীত করল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বস্ততার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন। আবু বকরের পরিবারের সদস্যা হিসেবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে তিনি এসব ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

মক্কার কাফেররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেই চলছে। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের জন্য মক্কায় অবস্থানের সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। মূলত এ অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনার পথে তার সাহাবীদের হিজরত করার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এটা এত সহজ ছিল না।

[৭] সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, *সিরাতুস সাইয়্যিদা আয়েশা*, ১৮০।



# গ্রন্থপঞ্জি


- আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম, আবু বকর আস-সানানি, *আল-মুসান্নাফ*, হাবীবুর রহমান আল-আযমি কর্তৃক আলোচনা, আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত ২০০৩
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশাস আস-সিজিসতানি আল-আযদি, *সুনান*, মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুলহামিদ কর্তৃক আলোচনা, তালিক: কামাল ইউসূফ হাট, দারুল ফিকির, বৈরুত
- আবু হাইয়্যান, আসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ আল-আন্দালুসি, *বাহরুল মুহিত*, দারুল ফিকির: ১৯৮৩।
- আবু হাইয়্যান আত-তাওহিদি, আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাস, *আল ইমতা ওয়াল মুআনাসা*, www.alwarraq.com
- আবু নুইম, আহমাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-ইসফাহানি, *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল কিতাবিল আরাবিয়া, বৈরুত: ১৪০৫ হি.।
- আবু ইয়ালা, আহমাদ ইবনে আলী আল-মাওসিলি, *মুসনাদ*, দারুল মামুন লিত-তুরাস, আলোচক: হুসাইন সেলিম আসাদ, দামেস্ক:১৯৮৪।
- আবুল ফারায আল-ইসফাহানি, *আল-আগানি*, আলোচক: সামির যাবির, দারুল ফিকির, বৈরুত।
- আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলী ইবনে বলবান, *আল ইহসান বি তারতিবি সহিহি ইবনে হিব্বান*, আলোচক: ইউসূফ হাট, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু আব্দুল্লাহ আস-শাইবানি, *আল-মুসনাদ*, যাইল: শুআইব আরনাবুত, মুআসসাসাতু কুরতুবি, কায়রো
- আল-আযলুনি, আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে মুহমাম্মাদ, *কাশফুল খাফা*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৯৮৮।
- আলী আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত: ১৯৮৯।
- আলুসি, *রুহুল মাআনি*, দারু ইহাইআত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- আইনি, আবু মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *উমদাতুল ক্বারি*, দারু ইহাইআত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- আযিমাবাদি, আবুত তাইইব মুহাম্মাদ, শামসুল হক, আওনুল-মা'বুদ শরহু সুনান-ই আবি দাউদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৪১৫ হি.।
- বুখারি, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, সহীহ বুখারি, ১-৪, বৈরুত : দার ইবনে কাছির, ১৯৮৭
- যাহাবি, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান আয-যাহাবি, সিয়ারুন নুবালা, ১-১৩, বৈরুত : মুআসসাসাত আর-রিসালা, নবম সংস্করণ, ১৯৯৩.

- জামিলি, আস-সৈয়দ, নিসাউন হাউলার রাসূল, আল মাকতাবাত আত-তাওফীকি
- হাকীম, আবু আব্দুলাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুলাহ আন-নাইসাবুরি, আল-মুসতাদারাক আলাস-সহীহাইন, ১-৫, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৯০
- হালাবি, মাহমুদ তু'মা, আলা-মায়িদাত আল-আওয়াল মিন সাহাবয়্যিাত আর-রাসূল, বৈরুত: দার আল-মা'রিফা, ২০০৪
- হাইসামি, আলী ইবনে আবি বকর আল-হাইসামি, আল-মাযমা উয্যাওয়াইদ, দারুল ফিকির, বৈরুত: ১৪১২ হি.।
- ইবনে আব্দুল বার, ইউসুফ ইবনে আব্দুলাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৯৯৫।
- ইবনে আসির, উসদুল গাবা, কায়রো:দার আস-সাব, ১৯৭০
- ইবনে হাযার, আবুল ফযল শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে আলী আল-আসকালানি, ফতহুল বারি শরহু সহীহুল বুখারী, দারুল মারিফা, বৈরুত: ১৩৭৯ হি.।
- ইবনে হিশাম, আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হিমইয়ারি, আস-সিরাতুন নবুওওয়া, ১-৬, বৈরুত : দার আল-যিল, ১৪১১ হি.
- ইবনে ইসহাক, সিরাহ, কনইয়া: ১৯৮১।
- ইবনে কাসির, আবু আল-ফিদা, ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির আদ-দিমাশকি, আল-বিদইয়া ওয়ান-নিহাইয়া, ১-১৪, বৈরুত : দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৮
- ইবনে মাযাহ, *আস-সুনান*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- ইবনে মানদা, *মারিফাতুস সাহাবা*।
- ইবনে মনযুর, আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী আল-আনসারি জামালুদ্দিন, *আল-ইফরিকি*, *লিসানুল আরব*, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ১-৮, বৈরুত : দার আস-সাদির
- মুনাবি, মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ ইবনে আলী আল-মুনাবি, *ফাইযুল কাদির শরহে আল-জামিউস সাগির*, ১-৬, ইজিপ্ট : আল-মাকতাবাত আত-তিযারিইয়্যত আল-কুবরা, ১৩৫৬ হি.
- মুসলিম, আবুল হুসাইন ইবনে হাজ্জায আল-কুশাইরি আন-নুসাইবুরি, *সহীহ মুসলিম*, আলোচক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি, দার আল-ইলহা আত-তুরাস আল-আরবি, বৈরুত।
- সানানি, সুবুলুস সালাম, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত: ১৯৮৭।
- সালাবি, মাহমুদ, *হায়াতু আয়েশা*।
- সুয়ূতি, আবুল ফযল জালালুদ্দিন আব্দুররহমান ইবনে আবু বকর, *আল-জামিউস সাগির ফি আহাদিসুল বাশিরুন নাযির*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৯৯০।
- তাবারানি, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ, *আল-মু'যাম আল-আওসাত (তারিক ইবনে ইবাদুল্লাহ কর্তৃক আলোচনা)*, দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি.





- তাবারি, মুহাম্মাদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ ইবনে খালিদ আত-তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক (তারিহ আত-তাবারি)*, ১-৫, বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৭ হি.
- তাহমায, আব্দুল হামীদ মুহাম্মাদ, *আস-সাইয়্যিদাতু আয়েশা*, দারুল কলম, দামেস্ক, ১৯৯৯
- তানতাভি, *আবু বকর আস-সিদ্দীক*, দারুল মানার, জিদ্দা: ১৯৮৬
- তাইয়ালিসি, *আবু দাউদ*, *মুসনাদ*, দারুল মাআরিফা, বৈরুত
- তিরমিযি, *আল-জামিউল কাবির (সুনান)*, তাহকিক তাহযির ওয়া তালিক: বাশশার আওওয়াদ মারুফ, দারুল ঘারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত: ১৯৯৬
- ইয়াকুত আল-হামাভি, আবি আব্দিল্লাহ শিহাবুদ্দিন ইবনে আব্দিল্লাহ, *মুযামুল বুলদান*, ফরিদ আব্দুল আজিজ আল-যুনদি কর্তৃক আলোচনা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
- জগলুল, আবু হাজার মুহাম্মাদ সাইদ আবু হাজার মুহাম্মাদ সাইদ ইবনে বাসইউনি, *মাউসুআতু আতরাফিল হাদিসীন নববীয়্যিশ শরীফ*, আল-মাকতাবাতুত তিযারিয়্যা, মুস্তফা আহমাদ আল-বায, দারুল ফিকর, বৈরুত:১৯৯৪
- যাবিদি, আবুল ফাইয মুরতাযা মুহাম্মাদ, *তাযুল আরুস মিন যাওয়াহিরুল কামুস*, দারুল ফিকর, বৈরুত: ১৪১৪
- যারকাসি, বদরুদ্দিন, *আল-ইযাবা লিমা ইসতাদরাকাসু আয়েশা আলাস-সাহাবা*, মাকতাবাতু মিশকাতিল ইসলামিয়্যা
- যাইলাঈ, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়ূসুফ আল-হানাফী, নসবু'র রাইয়া লি আহাদিসিল হিদায়া, গ্রন্থ সমালোচনা, মুহাম্মাদ ইয়ূসুফ আল-বাননূরী, দারুল হাদীস, মিশর : ১৩৫৭ হি.
- যিরিকলি, *আলম*, দারুল ইলম লিল মালাইন, বৈরুত : ১৯৮০


## কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ওয়েবসাইটসমূহ


১। মাওসুআতুল হাদীস শরীফ ২.০০, শহর কোম্পানী (শিরকাতু হরফ লি তাকনিয়াতিল মালুমাত, মিশর)

২। 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' ২.১১, http://www.waqfeya.net/shamela

৩। 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' ১.৫, http://www.waqfeya.net/shamela

৪। 'আল-জামিউল কবির লী কুতুবিত তুরাসী' ২.০, তুরাস কম্পিউটার সার্ভিসেস, জর্ডান, ২০০৫

## মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
## কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন

- **কুরআন ও বিজ্ঞান (৳২৪০)** | **ইসলাম ও সামাজিকতা (৳৩০০)** । **ইসলামে আধুনিকতা (৳৩০০)** | **তাবলীগ ও তা'লীম (৳২৪০)** | **পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি (৳৩০০)** । **An Appeal to Common Sense (৳৪০০)** | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন

- **আত্মশুদ্ধির পাথেয় (৳২৪০)** | **প্রফেসর হযরতের মালফুযাত** (৳৩০০) | সংকলন : মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

- **প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর (৳৩০০)** | **প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর (৳২২০)** | **সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি (৳২৩০)** | **পথের দিশা** (প্রতিটি ৳৪০০) | **সোহবতের গল্প (৳৩০০)** | **একজন আলোকিত মানুষ (৳৩০০)** | **একা একা আমেরিকা (৳৩০০)** | **পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন (৳৩০০)** | মুহাম্মাদ আদম আলী

- **খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি (৳২৪০)** | **জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা. (উম্মুল মুমিনিন, সঙ্গীনী, ফকীহ) (৳৪০০)** | রশীদ হাইলামায | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- **তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয়** | মাওলানা মনযূর নুমানী রহ. | অনুবাদ : মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ | মূল্য : ৳ ৩০০.০০

- **জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)** (মোট মূল্য ১২০০) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- **রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ** | ড. তারিক রমাদান | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৳ ৪০০.০০

- **মুনাজাতে মাকবুল (৳২০০)** | মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. | **পিচ্ছিল পাথর (৳৪৮০)** | খাদের বেগ | বাংলা অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- **মালফুজাতে বোয়ালভী রহ.** | সংকলন : মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ | মূল্য : ৳ ৩০০.০০



- **মুমিনের সফলতা** | হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৳ ২০০

- **হাদীসের দুআ দুআর হাদীস** | ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী | অনুবাদ ও টীকা : মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম | মূল্য : ৳ ৩০০.০০

- **রমযান মাস : গুরুত্ব ও করণীয়** | মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী সংকলন ও অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান | মূল্য : ৳ ৩২০.০০

- **মুহাররম মাস : গুরুত্ব ও করণীয়** | সংকলন ও অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান | মূল্য : ৳ ২৪০.০০

- **The Accepted Whispers** (৳৪০০.০০) | **Listening to the Quran** (৳৫০০.০০) | **First Things First** (৳৮০০.০০) | Khalid Baig

- **জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য ১১০০

- **জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : উম্মে মুহাম্মাদ / মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য : ৳ ১৪০০.০০

- **মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন** | শায়খ মাহমূদ আল-মিসরী অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক | মূল্য : ৳ ৯০০.০০

- **জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবি তালিব রা. (প্রথম খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী | মূল্য : ৳ ৮০০.০০

- **জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবি তালিব রা. (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য : ৳ ১৫০০.০০

- **তোমাকেই বলছি হে আরব** | সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. | অনুবাদ : মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ | মূল্য : ৳ ২০০.০০

- **তাফসীরে মুযিহুল কুরআন (প্রথম খণ্ড)** | শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী রহ. অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম | মূল্য : ৳ ৮০০.০০

- **সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ (প্রথম খণ্ড)** | রাশীদ হাইলামায | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৳ ৮০০.০০